গাজী নজরুল ইস্যুতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তাসনিম জারার

ছবি: সংগৃহীত

সাতক্ষীরা-৪ (শ্যামনগর-কালীগঞ্জ আংশিক) আসনের সংসদ সদস্য ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা গাজী নজরুল ইসলামকে ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও বিতর্কের ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন সাবেক এনসিপি নেত্রী ডা. তাসনিম জারা। একই সঙ্গে তিনি চাকরিতে সুপারিশনির্ভর সংস্কৃতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন।

বুধবার (২২ জুলাই) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে তাসনিম জারা বলেন, ভিডিওতে আলোচিত তরুণীর জীবন-বাস্তবতা বিবেচনায় বিষয়টি শুধু ব্যক্তিগত বিতর্ক হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। তিনি লিখেন, মেয়েটির সিভি অনুযায়ী বয়স মাত্র ১৮ বছর এবং এসএসসি শেষ করেই চাকরি খুঁজছিলেন। এমন পরিবারের জন্য একটি চাকরি শুধু আয়ের উৎস নয়, বরং পরিবারের ওষুধ, ছোট ভাইয়ের পড়াশোনা কিংবা নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

তিনি আরও বলেন, দেশের দরিদ্র মানুষের অনেকেই চাকরির আশায় ক্ষমতাবানদের সুপারিশের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে অনেকেই সংসদ সদস্যের কাছে চাকরির সুপারিশ নিয়ে যান। তার মতে, অভিযোগ হচ্ছে—একজন সংসদ সদস্য চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের প্রভাব ব্যবহার করে এক অসহায় তরুণীকে একটি কক্ষে একা ডেকে নিয়েছিলেন। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, এটি একটি সম্ভাব্য অভিযোগ, প্রমাণ নয়।

ডা. তাসনিম জারা বলেন, অভিযোগের সত্যতা নির্ধারণে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। অভিযোগ মিথ্যা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কলঙ্কমুক্ত হবেন, আর অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে সংসদের মর্যাদা রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। তার মতে, এ বিষয়ে সংসদের নীরবতা নেতিবাচক বার্তা বহন করতে পারে।

পোস্টের শেষাংশে তিনি চাকরিতে সুপারিশনির্ভর নিয়োগপ্রক্রিয়ারও সমালোচনা করেন। তার দাবি, সরকার বা রাজনৈতিক দল বদলালেও এই সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষ এখনো ক্ষমতাবানদের ওপর নির্ভরশীল থেকে যায় এবং সাম্প্রতিক ঘটনাটি সেই বাস্তবতার ঝুঁকিপূর্ণ দিকটি সামনে নিয়ে এসেছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি গাজী নজরুল ইসলামকে ঘিরে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। শুরুতে ভিডিওটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি বলে দাবি করা হলেও পরে ভিডিওতে থাকা তরুণীকে নিজের দ্বিতীয় স্ত্রী বলে দাবি করেন গাজী নজরুল ইসলাম। ফেসবুক পোস্ট ও লিখিত বিবৃতিতেও তিনি একই বক্তব্য দেন।